ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬৩০
আগরতলা, ১৮ অক্টোবর, ২০১৮

## খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি খাদ্য সুরক্ষায়ও নজর দিতে হবে। গতকাল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, খাদ্যে পুষ্টি ও খাদ্য সুরক্ষার দিকগুলি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন যোজনা গ্রহণ করেছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরুর সাথে সাথে এই স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা কর্মসূচিতে ইট রাইট ইন্ডিয়া (Eat Right India) কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের ছয়টি রাজ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও রয়েছে।

স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা কর্মসূচির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই সাইকেল র‍্যালি যখন গ্রাম শহরে প্রচার অভিযান চালাবে মানুষ তখন এই কর্মসূচি সম্পর্কে আরও সচেতন হবেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা কর্মসূচিকে কেবলমাত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক এই কর্মসূচির বার্তা নিয়ে গ্রাম শহরে যাবেন তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেও এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে এই কর্মসূচির সাফল্য আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার খাদ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। মহকুমা শাসকদের হাতে খাদ্য পর্যবেক্ষণের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি জনগণকেও খাদ্যের পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগত বিষয়ে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে। খাদ্য সচেতনতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সহযোগিতাও চেয়েছেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক বলেন, সমগ্র বিশ্বে ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ভারত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে স্বাস্থ্য ভারত যাত্রাও একটি অন্যতম কর্মসূচি। তিনি জানান, ভারতের জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা, গোয়া, পন্ডিচেরি, ঝাড়খন্ড এবং ত্রিপুরাকে ভারত সরকার এই কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর থেকে এই স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা শুরু হয়েছে, যা ২০১৯ সালের ২৭ জানুয়ারি দিল্লিতে গিয়ে শেষ হবে। এই স্বাস্থ্য ভারত যাত্রা কর্মসূচিতে একটি মোবাইল ভ্যান রয়েছে। এই মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য এবং গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করুন এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ন্যাশনাল হেলথ মিশনের মিশন ডাইরেক্টর শৈলেশ কুমার যাদব, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এস কে চাকমা, নতুন দিল্লির ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সহ-অধিকর্তা মদন মোহন খান্ডোয়াল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্য ভারত কর্মসূচি উপলক্ষে একটি সাইকেল র‍্যালির ফ্ল্যাগ অফ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী চিফ সাইক্লিস্ট প্রণব অখন্ডার হাতে একটি ব্যাটন তুলে দেন।

*****